যুগান্তর

তারিখ ... 20 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ভিসি অধ্যাপক ড. এম এ মান্নান

যুগান্তর

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে

গাজীপুর প্রতিনিধি

রাষ্ট্রপতি ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, আজকের বিশ্বে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে। প্রথাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ব্যতিক্রমধর্মী, প্রযুক্তিনির্ভর, উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। বঞ্চিতদের শিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

সোমবার বিকালে গাজীপুরে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এতে কমনওয়েলথ অব লার্নিংয়ের (কানাডা) প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যাপক আশা কানওয়ার সমাবর্তন বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমএ মান্নান। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, গাজীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. জাহিদ আহসান রাসেল, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক এসএম আলম, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণ, গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, শিক্ষার শুরু আছে, শেষ নেই। জীবনভর তা অর্জন করা যায়। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ দিয়ে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির ক্ষেত্রে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের সুবিধামতো সময়ে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার সমন্বয়েই জীবনে পরিপূর্ণতা আসে। শিক্ষার লক্ষ কেবল ডিগ্রি অর্জন নয়, চাকরি বা কর্মজীবনে ভালো উপার্জন নয়, প্রকৃত অর্থে একজন পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ হওয়া। যেখানে প্রবহমান ধারার সঙ্গে নৈতিকতা, আদর্শ ও দেশপ্রেমের মতো গুণাবলির প্রতিফলন ঘটবে। অন্ধকার আর কূপমণ্ডূকতার বেড়াজাল ভেঙে অনির্বাণ আলো আর জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভাস্বর হয়ে উঠবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমিত না থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গড়ে তুলতে হবে প্রকৃত জ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে। তিনি বলেন, স্বাধীন দেশের মাটিতে ফিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা নবদিগন্ত

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রহমান বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম। শিক্ষিত জনশক্তি দেশের সম্পদ। আমি বাংলাদেশের এমন ব্যবহারিক শিক্ষার প্রসার চাই, যা দ্বারা প্রতিটি নাগরিক দেশের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে।' রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা আজ সেই সংগ্রামে অবতীর্ণ। শিক্ষাই এই সংগ্রামে আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে ক্ষুধা, নিরক্ষরমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাকে বহুমুখীকরণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেয়া এবং দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যেই এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ৫ হাজার ১০ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয়।